অন্যতম জ্যোতিষী রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি স্নেহময় পিতাকে
ভক্তি-উপহাররূপে প্রদত্ত হইল।

নলিনী।

এক জ্যোতিষীর উপাখ্যান।

নলিনী ঘোষ

দ্বারা ভাষান্তরিত।

মেসার্স হারপার এণ্ড ব্রাদার্সের অনুমতি
অনুসারে হেন্‌রী ভান ডাইকের
পুস্তকের অনুবাদ।

কলিকাতা।
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ
প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।
১৯০৭।

বাঁচাবারে নিজ আত্মা শুদ্ধ স্বর্গ অন্বেষণ
সুপথে গমন, কিন্তু পৌঁছিবে না ইষ্ট স্থান ;
কিন্তু প্রেম পথগামী, যদি দূরগামী হয়,
তবু প্রভু আনিবেন যথা তাঁর লোক রয়।

ভূমিকা।

লিখিত আছে যে, উনবিংশ শতোর্দ্ধ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্বদেশীয় তিন জন ঋষি জ্যোতিষের দ্বারা খৃষ্টের আবির্ভাব গণনানন্তর একটি নক্ষত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইহুদীয়া প্রদেশের বৈথলে-হেম গ্রামে আসিয়া যেখানে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে সুবর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস রাজোপ-হার দ্বারা পূজা করিয়া প্রস্থান করেন।

লেখক কল্পনাচ্ছলে আর এক জন জ্যোতি-ষীর অবতারণ করিয়াছেন; যিনি ঐ পূর্ব্বোক্ত তিন জন ঋষির সহযাত্রী হইবেন সঙ্কল্প করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, কিন্তু পথিমধ্যে ঘটনা বশতঃ যথা সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার সহ-যাত্রীরা তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান, ও তিনি পরে বৈথলেহেম গ্রামে আসিয়া খৃষ্টের দর্শন লাভে সুখী হইতে পারেন নাই, যেহেতু শিশু খৃষ্টকে হিরদ রাজাদ্বারা বধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিসর দেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

তাঁহার উপাখ্যান এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

যখন রোমীয় অগস্ত্য কৈশর বহু রাজগণের অধিপতি, এবং হিরদ ইহুদীয়া প্রদেশের রাজা, সেই সময়ে পারস্য দেশের পর্ব্বত-বেষ্টিত এক-বাতান নগরে মাদীয়া দেশজ আর্ত্তবান নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ঐ নগরের সপ্ত প্রাচীর-বেষ্টিত রাজরত্নাগারের বহির্ভাগে তাঁহার আলয় ছিল। তাহার ছাদ হইতে পার্থিয়া সম্রাট্‌দিগের গ্রীষ্ম শৈলাবাস, নানা বর্ণ রঞ্জিত দুর্গ-প্রাচীরের উপর দিয়া, সপ্তচূড়-মুকুটস্থ রত্নের সদৃশ দেখাইত।

তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে নানা ফল পুষ্প-বৃক্ষ-শোভিত, ওরনট পর্ব্বত-নিসৃত প্রস্রবণ-সিক্ত অসংখ্য বিহগ-কাকলিত একটি সুন্দর

উদ্যান ছিল। কিন্তু এক্ষণে সুবাসিনী হেমন্ত যামিনীর অন্ধকারে সে উদ্যানের সকল বর্ণই মিশাইয়া গিয়াছিল, এবং অর্দ্ধরোদন ও অর্দ্ধহাস্য-ব্যঞ্জিত কণ্ঠস্বরের ন্যায়, জলস্রোতধ্বনি ব্যতীত, সকল শব্দই নিগূঢ় নিঃশব্দের মন্ত্রে স্তব্ধ হইয়াছিল। দ্বিতলস্থ যে কক্ষায় গৃহস্বামী তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন, তাহার ক্ষীণালোক যবনিকা ভেদ করিয়া বৃক্ষের উপর দিয়া বাহিরে আসিতেছিল।

গৃহস্বামী বন্ধুদিগকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইবে। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ অসিত, চক্ষু উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠাধর তনু, কিন্তু দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। তাঁহার মুখ বীরের ন্যায়, কিন্তু কপাল ভাবুকের ন্যায়, দেখিলে বোধ হইত যে, তিনি একটি অটল মনঃশক্তি-সম্পন্ন অথচ কোমল-স্বভাব ব্যক্তি, ও যত লোক, যে কালেই হউক না কেন,

মনোযুদ্ধ ও কোন নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

তাঁহার বহিঃপরিচ্ছদ বিশুদ্ধ ঊর্ণার ও তন্নিম্নস্থ পট্টবস্ত্রের; তাঁহার শিরস্ত্রাণ শ্বেত-বর্ণের ও চূড়াকৃতি; তাহার দুইদিকের নিম্নাংশ তাঁহার দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশোপরে ঝুলিতেছিল। অগ্ন্যুপাসক প্রাচীন যাজককুল ঐরূপ সজ্জা পরিধান করিতেন।

যেমন আগন্তুকেরা একটির পর আর একটি সেই কক্ষায় প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তিনি মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "স্বাগত, অব-দাস! রুহদাসপ, তিগ্রেনেস ও পিতঃ অবগারস্, আপনাদিগের মঙ্গল হউক! আপনারা সকলে শুভাগত! আপনাদিগের উপস্থিতির সম্মোদে গৃহ উজ্জ্বল হইল।"

আগন্তকদিগের মধ্যে তথায় নয়টি পার্থীয়া দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

যদিচ বিভিন্ন বয়স্ক, কিন্তু সকলেই নানা বর্ণের চীনাংশুক পরিহিত বলিয়া এবং তাঁহাদিগের সুবৃহৎ স্বর্ণকণ্ঠালঙ্কার ও বক্ষ-লম্বিত চক্রাকৃতি স্বর্ণ ভূষণের দ্বারা, তাঁহারা যে উচ্চবংশীয় পার্থীয়া লোক ও সোরথাস্ত্র-সেবক তাহা দেখিবামাত্র বুঝা যাইতেছিল।

তাঁহারা সেই কক্ষার প্রান্তে, যেখানে কৃষ্ণ-বর্ণের বেদির উপরে একটি ক্ষীণ অগ্নি-শিখা জ্বলিতে ছিল তাহার চতুর্দ্দিকে, গিয়া বসিলেন। আর্ত্তবান একটি ঝাবু শাখার দণ্ড তুলাইয়া, অগ্নি বৃদ্ধি করণার্থে, তাহার উপরে শুষ্ক দেবদারুপল্লব ও সুরভি তৈল প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা আলোকাসুরের উদ্দেশ্যে যত্ন হইতে একটি প্রাচীন স্তব গাহিলেন—

নমঃ সেই দেবাত্মায়, জ্ঞান ও মঙ্গলালয়
পরিবৃত পবিত্র অমরে!

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

আশীর্ব্বাদ প্রাচুর্য্যের, অন্য যাহা আছে আর
যিনি দেন নিত্য মানবেরে ;
আমরা আনন্দ করি, তাঁহার সৃজন হেরি,
মানি তাঁর সত্য ও শক্তিরে।

আমরা প্রশংসা করি, পবিত্র বস্তুরে হেরি ;
যারা সব সৃজন তাঁহারি ;
সত্য সুকল্পনা যত, আর ওই উচ্চারিত
আর কার্য্য উত্তম যাহারি—
লভিয়া জনম তাঁয়, তাহারা বর্দ্ধিত হয়,
তাই তাঁরে মোরা পূজা করি।

হও ওহে শ্রুতবান, মেধাসুর জ্যোর্তিমান,
বাস সত্য স্বর্গীয় আনন্দে ;
মিথ্যা যত ধ্বংশ কর, পাপ হতে রক্ষা কর,
রক্ষ, যেন নাহি যাই মন্দে ;
ঢাল তব দীপ্তি যেই, স্বীয় প্রাণ-প্রীতি ওই
আমাদের দুঃখে আর ধ্বান্তে।

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

শুভ দৃষ্টি উদ্যানেতে, আমাদের শস্য-ক্ষেতে,
আর ওই বস্ত্রের বয়নে,
করুণা নয়নে চাহ, মনুষ্য মাত্রে যে কেহ,
ভক্ত কিম্বা অবিশ্বাসী জনে ;
এ নিশিতে শক্তি সহ আমাদের প্রতি চাহ,
গ্রাহ্য করি প্রেম, পূজা, গানে !

সঙ্গীতের তালে তালে অগ্নির তেজঃ বাড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন বহ্নিশিখাও সঙ্গীতময়। ক্রমশঃ উজ্জ্বল আলোকে সেই কক্ষার সামান্য ও জমকাল সকল বস্তু সুপ্রকটিত হইল।

সেই কক্ষাতল গাঢ়নীল ও শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত প্রস্তরে মণ্ডিত, ও তাহার নীল দেওয়াল হইতে উদ্গত স্তম্ভগুলি রৌপ্যজড়িত ছিল। বাতায়ন হইতে নভোবর্ণের যবনিকা ঝুলিতেছিল। গৃহ-চ্ছাদের নিম্ন পৃষ্ঠ নীলকান্ত মণি-খচিত, এবং তাহার মধ্যে রজত তারকা শোভা পাইতে-

ছিল। প্রকোষ্ঠের চতুষ্কোণ হইতে দেব-জিহ্বা বলিয়া আখ্যাত চারিটি স্বুবর্ণের মন্ত্র-চক্র ঝুলিতে-ছিল। কক্ষার পূর্ব্বাংশে বেদির পশ্চাতে বিচিত্র কষ্টি প্রস্তরের দুইটি রক্তবর্ণ স্তম্ভ ও তদুপরি সেই প্রকারের আর একটি লম্ব প্রস্তর-খণ্ড স্থাপিত ছিল। সেই শিলা-খণ্ডে পক্ষধারী এক ধানুষ্কের তীরনিক্ষেপণোদ্যত মূর্ত্তি খোদিত ছিল।

সেই স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া গৃহচ্ছাদ দেখা যাইত। তাহার উপরিস্থিত যবনিকা পক্ক দাড়িম্ব বর্ণের; তাহাতে স্বুবর্ণের কার্য্য, যেন অসংখ্য স্বর্ণের জিহ্বা উপর দিকে উত্থিত হই-তেছে। ঐসকল সজ্জা দেখিলে বোধ হইত যেন, সে কক্ষাটিতে নক্ষত্র-ভূষিত স্থির নিশি বিদ্যমান; আর তাহা নীলাভরঞ্জত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া অদূরে পূর্ব্বাকাশে উষাগমনের ঈষদ্ গোলাপি আভা বিকাশ করিতেছে। কক্ষাদৃশ্যে গৃহস্বামীর স্বভাবও প্রবৃত্তি ব্যক্ত হইত।

তিনি স্তবান্তে বন্ধুদিগকে কক্ষার পশ্চিমদিকে,

উচ্চাসনে আসিয়া বসিতে বলিলেন। ক্ষণ পরে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "অত্ত রাত্রিতে আপনারা যে আমার নিমন্ত্রণে, এই বেদির অগ্নির মত, আপনাদিগের পবিত্র দেব-ভক্তি বৃদ্ধি করিতে আসিয়াছেন, ইহা সোরথাস্ত্রের শিষ্যদিগেরই উপযুক্ত। আমরা অগ্নিকে পূজা করি না, কিন্তু সেই পুরুষকে, সকল বস্তুর মধ্যে বিশুদ্ধতম বলিয়া, অগ্নি যাঁহার মনোনীত নিদর্শন। ইহা আমাদিগকে যিনি উজ্জ্বল ও সত্য তাঁহারই ভাব জানায়। হে পিতঃ, আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

শ্রদ্ধার্হ অবগারস উত্তর করিলেন, "বৎস, সত্য বলিয়াছ, সুশিক্ষিত লোকে প্রতিমাপূজক হয়েন না। তাঁহারা বাহ্য আবরক তুলিয়া সত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ও প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়া নিয়ত নূতন সত্য ও আলোক প্রাপ্ত হয়েন।"

তৎপরে আর্ত্তবান অতি ধীরে বলি-

লেন, "হে পিতঃ, হে বন্ধুগণ, তবে অতি প্রাচীন লক্ষণ হইতে যে নূতন জ্ঞান আমার কাছে আসিয়াছে তাহা আপনারা শুনুন। আমরা সকলেই প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব এবং তরু, লতা ও সলিলানলের গুণানুসন্ধান করিয়াছি, আর অস্পষ্টব্যক্ত ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছি। কিন্তু জ্যোতিষই সর্ব্বোচ্চতম বিদ্যা। জ্যোতিষ্কের পথানুসন্ধান করিলে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত জীবন-সূত্র-গ্রন্থির রহস্য ভেদ করা যায়। আমরা যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের কিছুই গুপ্ত থাকিবে না। কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কেন না আমাদিগের দৃষ্টির অগম্য অনেক নক্ষত্র আছে, যাহা কেবল পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তস্থ দেশ হইতে, সুগন্ধি বৃক্ষাকীর্ণ পাণ্ট ও স্বর্ণ খনিময় ওফীর বাসী-দিগেরই, দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রোতৃ-বর্গ অস্ফুটস্বরে ঐ সকল কথার অনুমোদন করিলেন।

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

তিগ্রেনেস বলিলেন, "নক্ষত্রসমূহ শাশ্বত দেবের চিন্তা, তাই তাহারা অসংখ্য। কিন্তু মানবের চিন্তা, তাহার আয়ুর ন্যায়, গণনা করা যায়। পৃথিবীতে মাদীয় ঋষিদিগের জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, কেন না আমরা নিজ জ্ঞানের অজ্ঞতা জানি, তাহাই শক্তির গূঢ় কারণ। আমরা সর্ব্বদা লোককে একটি নূতন সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় রাখি, কিন্তু মনে জানি যে, আলোক অন্ধকারেরই সমান; তাহাদিগের পরস্পরের বিবাদ কখনই নিবৃত্ত হইবে না।"

আর্ত্তবান উত্তর করিলেন, "আমি ঐরূপ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যদি কেহ চির কাল অপেক্ষা করিয়াও, সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগের লক্ষ ও অপেক্ষা করাই মূর্খতা। আমাদিগের ঐ প্রকারের ধারণা হইলে, নব্য গ্রীক শিক্ষকেরা বলিয়া থাকেন যে, সত্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই, বরঞ্চ সাধারণ লোকে যাহা সত্য

বলিয়া মানে, তাহার অলীকতা প্রকাশ করাই জ্ঞানী ব্যক্তির কার্য্য, আমরা তাঁহাদিগেরই মত হইয়া যাইব। কিন্তু আমি কহিতেছি যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিশ্চয়ই সেই নব সূর্য্যোদয় হইবে। আমাদিগের শাস্ত্রে কি লিখিত নাই যে, এমন সময় আসিবে যখন লোকে এক মহাদীপ্তি দেখিতে পাইবে ?”

অবগারস বলিলেন, “হাঁ, উহা সত্য, সোরথাস্ত্রের প্রত্যেক শিষ্যই অভেষ্টার সেই ভবিষ্যদ্বাণী জানেন ও অন্তরে মানিয়া থাকেন, ‘সেই দিনে পূর্ব্ব দেশীয় ভাববাদিগণের মধ্য হইতে বিজয়ী সোসিয়াশের আবির্ভাব হইবে। তিনি প্রবল জ্যোতিঃদ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন এবং মানব জীবন অক্ষয় ও অনশ্বর করিবেন, এবং মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জ্জীবিত হইবে।’”

তিগ্রেনেস বলিলেন, “ঐ কথা তমসাচ্ছন্ন, বোধ হয় আমরা কখনই উহা বুঝিতে পারিব না। এক্ষণে ঐ সকল চর্চ্চা না করিয়া বরঞ্চ

এ দেশে যাহাতে পারসিক যাজকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, তাহা করা ভাল। অপিচ যাঁহাকে আমাদিগের প্রভাব প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, আমরা কেনই বা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব? আবার তিনি হয়ত বিজাতীয় হইবেন।”

এই উক্তি যেন তথাগত সকলের অনুমোদিত হইল। তাঁহারা একমততায় ক্ষণকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। কোন বক্তা তাঁহার শ্রোতৃগণের হৃদয়ে কোন নিদ্রিত চিন্তাকে জাগরিত করিলে, তাঁহাদিগের মুখভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ ভাব ঐ লোকদিগের মুখে লক্ষিত হইল। কিন্তু আর্ত্তবানের মুখ ঈষদারক্ত হইল। তিনি অবগারসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “হে পিতঃ, আমি এই ভবিষ্যৎ বাণীটি হৃদয়ের নিগূঢ় কন্দরে ধারণ করিয়া আসিতেছি। আশাহীন ধর্ম্ম, বেদির নিষ্প্রাণ অগ্নির সদৃশ। এক্ষণে আমার জ্ঞানালোক পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হও-

য়াতে, আমি তদ্দ্বারা সেই বিজয়ী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সম্বন্ধে, সত্য উৎস হইতে নিসৃত, অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও পড়িয়াছি।” এই বলিয়া তিনি, তাঁহার বক্ষঃস্থ নিম্নতর পট্ট পরিচ্ছদের মধ্য হইতে, দুই খানি ক্ষৌম বস্ত্রের ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাহির করিয়া, জানুর উপরে রাখিয়া, পাঠ করিতে লাগিলেন—“অতি পুরাকালে, যাহার বর্ষ গণনা করা যায় না, আমাদিগের পিতৃ-পুরুষগণের বাবিলে যাইবার অনেক পূর্ব্বে, পারসীয় যাজকেরা কলদীয় ঋষিগণের নিকট হইতে, গগনমণ্ডলের গুপ্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। আর বিয়োর নন্দন বিলিয়ম তদ্দেশস্থ সর্ব্বোচ্চ জ্যোতিষীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ভবিষ্য বচন শ্রবণ করুন, ‘যাকোব হইতে এক নক্ষত্রের আবি-র্ভাব হইবে, এবং ইস্রায়েল হইতে এক রাজদণ্ড উত্থিত হইবে।’”

তিগ্রেণেস অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক মুখে বলিলেন,

"ইহুদীরা বাবিলের নদীতটে বন্দী ছিল, এবং য়াকোব পুত্রেরা আমাদের রাজগণের অধীন ছিল, ইস্রায়েলেরা দল-ভ্রষ্ট মেষের ন্যায় পর্ব্বত-সমূহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং সে জাতির অবশিষ্ট যাহারা রোম সম্রাটাধীন ইহুদীয়া প্রদেশে আছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে নক্ষত্র বা রাজদণ্ড কখনই উঠিবে না।"

আর্ত্তবান প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তথাপি সেই স্বপ্ন-তত্ত্ব-বিৎ, রাজকুল মন্ত্রী, প্রাজ্ঞ, বেল্ট-শৎসর উপাধিধারী, ইহুদী দানিয়েলই আমা-দিগের কোরস রাজ সভায় সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের কথা বুঝিতেন, ও সত্য ভবিষ্য বাণী বলিতেন, তাহাও এদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া-ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, আর্ত্তবান দ্বিতীয় গ্রন্থটি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, 'অতএব তুমি জ্ঞাত হও ও বুঝিয়া লও, যেরূশালেম পুনঃ স্থাপন ও নির্ম্মান করিবার আজ্ঞা প্রকাশিত হওন

হইতে, সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি রাজা পর্য্যন্ত, সময় সপ্ত এবং দ্বাষষ্টি সপ্তাহ হইবে।'"

অবগারস সন্দিগ্ধ ভাবে বলিলেন, "কিন্তু বৎস, উহা অতি রহস্যময় সংখ্যা, উহা কে বুঝিতে পারে? উহার অর্থ-ভাণ্ডারইবা কে মুক্ত করিতে পারে?

আর্ত্তবান উত্তর করিলেন, "আমি, ও বিজ্ঞ যাজকগণের মধ্যে অন্য তিন জন, ক্যাসপার, মল্লচর ও বেল্‌থাসার ইহার অর্থ বুঝিয়াছি। আমরা কলদীয়ার প্রাচীন ঘটনা-লিখিত প্রস্তর সমূহ পরীক্ষা করিয়া ঐ সংখ্যা গণনা করিয়াছি। এই বৎসরের বসন্ত কালে গগণ-মণ্ডল পরীক্ষা করিতে করিতে ইহুদীকুলের রাশির, অর্থাৎ মীনের মধ্য হইতে, দুইটি বৃহৎ নক্ষত্রকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়াছি। শুদ্ধ তাহা নহে, একটি নূতন নক্ষত্রকে সেই স্থলে এক রাত্রি মাত্র উঠিয়া অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছি। অদ্য রাত্রিতে আবার সেই মহাগ্রহদ্বয়

সন্নিকট হইতেছে, তাহাদিগের মিলন হইবে। আমার সহযোগিত্রয় বাবিলের সপ্ততল মন্দিরে ও আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি। যদি সেই নক্ষত্রটি পুনর্ব্বার দেখা দেয়, তাহা হইলে তাঁহারা আমার জন্য সেই স্থানে দশ দিন অপেক্ষা করিবেন। তৎপরে আমরা সকলে একসঙ্গে ইস্রায়েলের যে ভাবী রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে দেখিতে ও পূজা করিতে য়েরুশালেম যাত্রা করিব। আমার এই বিশ্বাস যে, সেই চিহ্ন দেখা দিবে। আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিজ বাটী ও সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজাকে উপহার দিবার জন্য, তিনটি রত্ন, নীলকান্ত মণি, লোহিতক ও মুক্তা ক্রয় করিয়াছি। আমি এক্ষণে আপনাদিগকে আমার সহিত তীর্থযাত্রায় অনুরোধ করিতেছি; তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই রাজদর্শনে সুখী হইব, যিনি পূজার্হ।"

এই বলিয়া তিনি, কটি-বন্ধ মধ্যে হস্ত

নিবেশ করিয়া, তিনটি রত্ন বাহির করিলেন। প্রথমটি নীল, যেন নৈশাকাশের ক্ষুদ্রাংশ, দ্বিতীয়টি উদিয়মান সূর্য্যের প্রভাপেক্ষা লোহিত-তর, তৃতীয়টির বর্ণ, প্রদোষকালে তুষারাবৃত গিরি চূড়ার ন্যায়। তিনি ঐ রত্নত্রয় নিজ সম্মুখে ক্ষৌম নির্ম্মিত পুস্তকের উপরে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার বন্ধুরা বিস্মিত ও বিরোধি নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

জলাভূমি হইতে যেরূপে ধীরে ধীরে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া পর্ব্বত আচ্ছন্ন করে, সেইরূপে তাঁহাদিগের হৃদয়ে সন্দেহ, ও অবিশ্বাস ভাবের উদয় হইল। তাঁহারা বিস্ময় ও অনুকম্পাব্যঞ্জক ভাবে পরস্পরের প্রতি চাহিলেন। তাঁহারা যেন কোন অবিশ্বাস্য কথা, উন্মত্ত কল্পনা-কাহিনী কিম্বা অসম্ভব কার্য্যের প্রস্তাব শুনিলেন।

অবশেষে তিগ্রেনেস্ বলিলেন, "আর্ত্তবান এরূপ কল্পনা বৃথা। আপনার উচ্চ চিন্তা-বশতঃ ও নক্ষত্র পরিদর্শনে অতি দীর্ঘকাল যাপন করি-

বার কারণ এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু এরূপে সময় নষ্ট না করিয়া, বরঞ্চ কালাতে নূতন অগ্নি-মন্দির-নির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃ। উচ্ছিন্ন ইস্রায়েলকুল হইতে কখনও কোন রাজা উঠিবেন না, এবং আলোক আর অন্ধকারের নিগূঢ় তত্ত্বের সিদ্ধান্তও হইবে না। তাহার জন্য অপেক্ষা করা, ছায়া ধরিতে যাওয়ার মত নিস্ফল। এক্ষণে বিদায় লই।”

তৎপরে একজন বলিলেন, “আমি ঐ সকল বিষয় বুঝি না। আমি রাজধন-রক্ষক, এস্থান হইতে যাইতে পারি না, এ কার্য্য আমার নহে। কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, যাউন, আমি বিদায় লই।”

অপর এক জন বলিলেন, “এক্ষণে আমার গৃহে নবোঢ়া স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া, অথবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এ অদ্ভুত যাত্রায় যাইতে পারি না, ইহা আমার পক্ষে সাজে না। কিন্তু আপনি যদি যান,

তবে আশা করি আপনার যাত্রা সফল হউক, তাই বিদাই লই।"

আর এক ব্যক্তি বলিলেন, "আমি অসুস্থ, কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না, কিন্তু আপনার সহিত যাইতে একটা ভৃত্য দিব, সে আমাকে আপনার সংবাদ আনিয়া দিবে, আপনি কেমন থাকেন।"

এইরূপে সকলে সে গৃহত্যাগ করিলেন। অবগারস্ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আর্ত্তবানকে স্নেহ করিতেন, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হে বৎস, আমার বোধ হয়, আকাশে যে চিহ্ন দেখা দিয়াছে তাহা হইতেই সত্য জ্ঞানালোক পাওয়া যাইবে। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয় সেই প্রভাবশালী রাজাকে দেখিতে যাইবার পথ প্রদর্শন করিবে। কিন্তু যদি উহা তিগ্রেনেসের কথা মত সত্যের ছায়া মাত্র হয়, তাহা হইলে তোমার দূর তীর্থ যাত্রা বৃথা হইবে। যাহা হউক, মন্দ লইয়া

আকাশে অপূর্ব্ব চিহ্ন।

সন্তুষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা, উৎকৃষ্টের ছায়া অন্বেষণ করাও শ্রেয়ঃ। যাহারা আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে চাহে, তাহাদিগকে প্রায়ই একাকী ভ্রমণ করিতে হইবে। আমি বৃদ্ধ, পর্য্যটন করিতে অক্ষম, কিন্তু জানিও আমার হৃদয় দিবানিশি তোমার তীর্থ-যাত্রার সহচর হইবে এবং আমি তোমার অন্বেষণের ফল জানিব তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।”

এইরূপে তিনি আর্ত্তবানকে একাকী রাখিয়া সেই রজত তারকা-খচিত নীল গৃহ ত্যাগ করিলেন। আর্ত্তবান রত্নত্রয় তুলিয়া নিজ কটি-বন্ধ মধ্যে রাখিলেন এবং বেদি-স্থিত নির্ব্বাণ-মুখ অগ্নিশিখার উপরে অনেকক্ষণ দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র লোহিত কষ্টি প্রস্তর স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থিত যবনিকা উত্তোলন করিয়া ছাদের উপরে গমন করিলেন।

তখন পৃথিবী নৈশ নিদ্রা হইতে জাগরিত

হইবার পূর্ব্বে সচঞ্চল হইতেছিল, এবং যে বায়ু ঊষার ঘোষণাকর, তাহা তুষারমণ্ডিত ওরণট গিরি-শঙ্কট দিয়া নিম্ন ভূমিতে নামিতেছিল। বায়ু সঞ্চালিত পল্লবের মধ্যে অর্দ্ধ বিনিদ্র বিহগকুল কলরব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং পবন-হিল্লোল লতা-মণ্ডপ হইতে মধ্যে মধ্যে সুপক্ব দ্রাক্ষার সৌরভ বহিতেছিল।

অনেক দূরে পূর্ব্বদিকস্থ সমতল ভূমিতে যে শুভ্র কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল, তাহা একটি সরোবরের ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে যাগরোস পর্ব্বতের গগন-স্পর্শী চূড়াশ্রেণি শোভা পাইতেছিল, সে দিকের আকাশ পরিষ্কার ছিল। আর বৃহস্পতি ও শনি গ্রহদ্বয়, দুইটি তরল আলোকের গোলকের ন্যায়, গড়াইয়া যেন উভয়ে সম্মিলিত হইতে যাইতেছিল।

যখন আর্ত্তবান ইহা নিরীক্ষণ করিতে-

ছিলেন, তখন ঐ গ্রহদ্বয়ের নিম্নদেশে অন্ধকারের মধ্য হইতে এক নীল শিখা উৎপন্ন হইল। ক্রমশঃ তাহা এক ধূমল:পরিধি-বেষ্টিত লোহিত বর্ত্তুলে পরিণত হইল, এবং তাহার কুঙ্কুম বর্ণের রশ্মি কেন্দ্রীভূত হইয়া শুক্ল জ্যোতির্ম্ময় হইল। বিশাল গগণ-তলে অতিদূরে সেই ক্ষুদ্র কিন্তু অতিশয় সুগঠিত নক্ষত্রটির স্পন্দনশীল প্রভা দেখিয়া বোধ হইল, যেন ঐ যাজকের রত্ন-ত্রয়ই একটি জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড-রূপ ধারণ করিয়াছিল!

জ্যোতিষী কপালে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "এই সেই চিহ্ন! রাজা আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব।"

বাবিলের সলিল-কূলে।

বাবিলের সলিল-কূলে।

আর্ত্তবানের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব বাস্‌দাকে সে রাত্রিতে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আর সে যে প্রকার অধীরভাবে ভূমিতে পদাঘাত ও লাগামের লৌহাংশ দংশন করিতেছিল, তাহা দেখিলে বোধ হইত যেন, সে স্বপ্রভুর অভিপ্রায় না বুঝিলেও, তাঁহারই ন্যায় ব্যগ্রতা অনুভব করিতেছিল। পক্ষীরা সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে প্রভাতীয় গীতারম্ভ করিবার এবং মাঠ হইতে কুহেলিকা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার পূর্ব্বে, সেই জ্যোতিষী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ওরণ্ট গিরিপার্শ্বস্থ পথ অবলম্বন করিয়া, দ্রুতবেগে পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন।

দূর দেশ যাত্রায় অশ্বারোহী ও তাঁহার প্রিয়

অশ্বের মধ্যে বান্ধব্য অতীব দৃঢ় হইয়া থাকে। বাক্য-দ্বারা পরিস্ফুট না হইলেও, তাহারা পরস্পরের বন্ধুত্ব নীরবে উপভোগ করে। তাহারা পথের ধারে এক নির্ঝরের জলপান করে, এবং উভয়েই, তাহাদিগের রক্ষিতা তারকা গুলির নীচে নিদ্রা যায়। তাহারা উভয়েই নিশাগমের অভিভাবক-নিদ্রাকুহকে অবশ হয়, ও দিবারম্ভের উদ্দীপক আনন্দ: অনুভব করে। সায়াহ্নে প্রভু তাঁহার সহচরের সহিত আহার করেন। তিনি স্বহস্তে তাহাকে খাদ্য দেন, এবং সে আহার করিতে করিতে সস্নেহে তাঁহার হস্তের তালু লেহন করে। প্রত্যূষে প্রভু স্বমুখোপরে তাহার উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করিয়া বিনিদ্র হন, এবং দেখেন যে, তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর দৈনিক শ্রমারম্ভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি তিনি নাস্তিক না হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার ঐ মূক স্নেহ প্রদর্শনের জন্য নিজ ইষ্ট দেবসমীপে কৃতজ্ঞ হন; এবং প্রাতঃকালীন আরাধনাকালে

বলেন, "হে ঈশ্বর, আমাদিগের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদিগের পদস্খলন কিম্বা প্রাণনাশ না হয়।" তৎপরে দুইটি হৃদয় একোদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যাত্রার নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ করিয়া, দূর নাশার্থ সমান আগ্রহের সহিত উভয়ে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হয়। এবং তাহাদিগের ঔৎসুক্যের তালে তালে প্রভাত পবনে দ্রুত খুর-ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

আর্ত্তবানকে অন্য জ্যোতিষীদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রজ্ঞা সহকারে ও দ্রুতবেগে যাইতে হইবে। কেন না পথ প্রায় দ্বিশত অশীতি ক্রোশ দূর, এবং তাঁহার প্রত্যহ অষ্টবিংশতি ক্রোশের অধিক যাওয়া অসম্ভাব্য। কিন্তু তিনি বাস্দার শক্তি অবগত ছিলেন বলিয়া, কোন চিন্তা না করিয়া, তাহার দ্বারা প্রত্যহ অষ্টবিংশতি ক্রোশ যাইবার জন্য, সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্ব

হইতে, রাত্রির কতকটা পর্য্যন্ত, ভ্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তিনি শতস্রোত-চিহ্নিত ওরণট পর্ব্বতের পিঙ্গল পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া নিসায়ার মাঠে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যে বন্য অশ্বপাল তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা বাস্‌দার-আগমনে, যুগপৎ বহু পদবিক্ষেপ দ্বারা বজ্র-নিনাদ উত্থিত করিয়া, সুদূরে পলায়ন করিল, এবং জলাভূমির বন্য পক্ষি-সমূহ বিস্ময়-ব্যঞ্জক তীব্র ধ্বনি সহকারে, অসংখ্য মনোহর পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক, বিশাল চক্রাকারে সহসা ভূমি হইতে গগণমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইল।

তৎপরে তিনি কনকাবরের উর্ব্বরা ক্ষেত্র সমূহ অতিক্রম করিলেন। তখন কনকাবরের শস্যমর্দ্দন স্থান হইতে ধুলি উঠিয়া সে স্থানের বায়ুকে কনক কুহেলিকাময় করিয়াছিল, এবং তাহা অস্তারথের চারিশত স্তম্ভধারী প্রকাণ্ড মন্দিরকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাবিলের সলিল-কুলে।

তৎপরে তিনি, বাগীস্থানের গিরিস্রোত-ধৌত সুন্দর উদ্যানগুলির মধ্যে আসিয়া, পথ পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিতে পাইলেন, এবং তত্রস্থ অত্যুচ্চ শিখরের উপরে, বিজিত শত্রুর উপরে দণ্ডায়মান, দারা রাজের মূর্ত্তি, এবং তাঁহার নানা যুদ্ধ ও বিজয়ের তালিকা খোদিত দেখিতে পাইলেন।

আর্ত্তবান কোথাও বা অতিশয় কষ্টে, বহুসংখ্যক অতি শীতল ও নির্জন, প্রচণ্ড বায়ু-বিকম্পিত, কৃষ্ণবর্ণের গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, কোথাও বা ভীষণ পার্ব্বত্য নদের নেতৃত্বাবলম্বন পূর্ব্বক, এক প্রফুল্ল উপত্যকায় অবতীর্ণ হইলেন। সেই উপত্যকা পীত বর্ণের শিলাবেদির দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া নানা ফলবান বৃক্ষ ও দ্রাক্ষা লতা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল।

তাহার পর তিনি, কেরাইন দেশস্থ কুঞ্জ-সমূহ ও শৈলপ্রাচীরবান জাগরোসের অন্ধকার-ময় দ্বার দিয়া, যেখানে বহুকাল পূর্ব্বে, সমরিয়া-

বাসীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই কালা নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, তৎপরে অন্য এক পর্ব্বত-ভেদী তোরণ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তথায় তিনি গিরিপ্রাচীর গাত্রে খোদিত পারসীয় যাজকরাজের একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তির একটি হস্ত উত্তোলিত, দেখিলে বোধ হইত, যেন শত শত বর্ষ ধরিয়া তীর্থ-যাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

তৎপরে তিনি আড়ু ও উড়ুম্বর ফল বৃক্ষ পূর্ণ, শব্দায়মান গীনদ নদ-প্রবাহিত গিরি-সঙ্কট ভেদ করিয়া, হেমন্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন বৃহদ্ ধান্যক্ষেত্র সমুদয় অতিক্রম করিলেন। তাঁহাকে কখন নদীর স্রোত অবলম্বন করিয়া, কখন বা ঝাবু ও তিন্তিলী-তলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-মধ্যস্থ পথ ধরিয়া, কখন বা সমতল প্রদেশস্থ শস্য-সংগৃহিত ক্ষেত্রের মধ্যগামী সোজা পথ দিয়া, গমন করিতে হইল। তাহার পর তিনি পার্থিয়া-সম্রাটদিগের কেট্রুসিফোন নগর এবং সেকেন্দ্রা-

নির্ম্মিত সেলিউকিয়া দেশের বৃহদ্ রাজধানী অতিক্রম করিয়া, অবশেষে টিগ্রীসের ঘূর্ণায়মান স্রোত এবং শস্যক্ষেত্রভেদী শীতপ্রবাহ ফরাৎ নদ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক, যাত্রার দশম দিনের সন্ধ্যা-কালে, জনাকীর্ণ বাবিল নগরের ভগ্ন প্রাচীর-তলে উপস্থিত হইলেন।

আর্ত্তবানের অশ্ব বাস্‌দা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে নগর মধ্যে লইয়া গিয়া উভয়ে আহার ও বিশ্রাম করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে, তখনও সপ্ততল মন্দিরে পৌঁছিতে এক প্রহরের পথ অবশিষ্ট আছে, এবং তাঁহাকে বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হওনার্থে সেই নিশীথেই তথায় পৌঁছিতে হইবে। তাই তিনি কোন বিশ্রাম না করিয়া দৃঢ়চিত্তে শস্য-ছেদিত ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ ক্ষেত্রমধ্যে, একটি খর্জ্জুর-কুঞ্জ, পীতাভ সমুদ্র মধ্যে, অন্ধকারাবৃত দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছিল। বাস্‌দা তাহার ভিতর দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

মৃদুতর বেগে ও সতর্কভাবে চলিতে লাগিল। এবং ঐ কুঞ্জের অপর সীমার নিকটবর্ত্তী হইলে, আরও সতর্ক হইল, যেন কোন প্রতিবন্ধক বা বিপদের আশঙ্কা করিতেছে, কিন্তু তাহা হইতে পলায়িত না হইয়া, বরঞ্চ বিশ্বস্ত অশ্বের ন্যায় সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইল।

সে কুঞ্জটি সমাধিস্থানের ন্যায়, নিবিড় নিস্তব্ধ ছিল। তন্মধ্যে কোন পক্ষীর কণ্ঠস্বর, কিম্বা পত্রের মর্ম্মরধ্বনিও শুনা যাইতেছিল না। বাস্‌দা আনত মুখে, লঘু পদ বিক্ষেপ করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে আশঙ্কার নিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সে সর্ব্ব-শেষস্থ একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ তলায়, কোন কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর নিকটে আসিবা মাত্র, একটি আতঙ্কের নিশ্বাস দ্রুত নিক্ষেপ করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে থামিয়া গেল।

আর্ত্তবান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করি-লেন, এবং ক্ষীণ তারকালোকে, পথের উপরে

পতিত একটি মানবাকৃতি দেখিতে পাইলেন। তাহার হীন বেশ ও শীর্ণ মুখদৃশ্যে অনুমান করিলেন যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে যে দরিদ্র প্রবাসী ইহুদীকুল তখনও বাস করিত, সে তাহাদিগেরই মধ্যে এক জন। হেমন্তকালে সে প্রদেশের জলাভূমিনিবাসী লোকের মধ্যে যে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইত, তচ্চিহ্ন তাহার শুষ্ক বিবর্ণ পীত চর্ম্মের উপরে প্রতীয়মান হইতেছিল। আর্ত্তবান সেই ব্যক্তির হস্তটি উত্তোলন করিলেন, তাহা শবের মত শীতল। ছাড়িয়া দিবা মাত্র, তাহা তাহার নিস্তব্ধ বক্ষের উপরে জড়পদার্থের ন্যায় পতিত হইল।

পারসীয় যাজকদিগের মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠতম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অর্থাৎ যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে মরুমধ্যে শকুনি ও হিংস্রক পশুরা বালুকার উপরে একটা শ্বেত অস্থিস্তূপ রাখিয়া যায়, আর্ত্তবান্ তদনুযায়ী, সেই শবকে সমাধিপ্রাপ্ত হওয়নার্থে রাখিয়া দিয়া, করুণভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি ফিরিবা মাত্র,

ভূপতিত ব্যক্তির ওষ্ঠাধর হইতে, একটি ক্ষীণ প্রেতবৎ দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল, এবং তাহার সূক্ষ্ম অস্থিময় অঙ্গুলিগুলি, সকম্পে জ্যোতির্বীর পরিচ্ছদ-প্রান্ত ধারণ করিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবার ভয়ে আর্ত্তবানের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সেই অন্ধকারে কিরূপে একটি মুমূর্ষু বিদেশীর সেবা করিতে পারিবেন ? আর এক ঘণ্টাকাল বিলম্ব করিলে, বোধ হয় তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোর-সিপ্পায় পৌঁছিতে পারিবেন না। এবং তাঁহার সহচরত্রয়, তিনি যাইবেন না অনুমান করিয়া, তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন ; তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তিনি যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে ঐ মানুষটি নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। তিনি যদি থাকেন, সে বাঁচিতে পারে। তিনি উভয় শঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি কি এক জন মানুষের প্রতি করুণার কার্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার দেব-ভক্তির

মহাপুরস্কার হারাইবেন? তিনি একটি দরিদ্র মৃতপ্রায় ইহুদীকে, এক পাত্র শীতল জল দিবার নিমিত্ত, ক্ষণেকের জন্য নক্ষত্র-প্রদর্শিত পথ অনুগমন করিতে নিবৃত্ত হইবেন? তিনি মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, "হে সত্য ও পবিত্রতার ঈশ্বর! আপনিই একমাত্র জ্ঞান ও পবিত্রতার পথ অবগত আছেন, এ সময়ে আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিউন।"

তৎপরে তিনি রোগীর দিকে ফিরিয়া, ও তদীয় হস্ত হইতে নিজ বস্ত্র ছাড়াইয়া, তাহাকে সেই খর্জ্জুর বৃক্ষ তলায় একটি উচ্চ স্থানে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার উষ্ণীষের পাটী উন্মোচিত করিলেন এবং বক্ষাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। এবং নিকটস্থ জল-প্রণালী হইতে জল আনিয়া তাহার কপালে ও মুখে সিঞ্চন করিলেন। আর্ত্তবান সর্ব্বদা কটিবন্ধনে সামান্য অথচ সুফলপ্রদ ঔষধ বাঁধিয়া রাখিতেন; কেন না পারসিক যাজকেরা জ্যোতিষী এবং বৈদ্যও ছিলেন।

তিনি সেই ঔষধ লইয়া রোগীর বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে ঢালিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি এইরূপে আর্ত্তবানের নৈপুণ্যযুক্ত শুশ্রূষাদ্বারা সবল হইয়া, অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া বসিল। এবং আপনার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া তৎপ্রদেশীয় ভাষায় বলিল, "আপনি কে? আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে কেন এস্থানে আসিলেন?"

"আমি একবাতান নগরের একজন যাজক আমার নাম আর্ত্তবান। আমি, ইহুদীকুলের যে রাজা জন্মাইবেন, যিনি সমস্ত জাতির মহা-নরপতি ও মুক্তিদাতা, তাঁহার অন্বেষণে যেরু-শালেমে যাইতেছি। আর বিলম্ব করিতে পারি না, কেন না যে সহযাত্রীরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা হয় ত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। এই দেখ, আমার নিকটে যাহা কিছু আহার ও পেয় আছে, তাহা, এবং আরোগ্যকারী পানীয় ঔষধ তোমাকে দিতেছি।

তুমি বল পাইলে বাবিল দেশস্থ ইহুদীদিগের নিবাস খুঁজিয়া লইতে পারিবে।”

সেই ইহুদী তাহার কম্পবান হস্ত আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিল, “ইব্রাহিম, ইসহাক ও য়াকোবের ঈশ্বর আপনার যাত্রায় আশীর্ব্বাদ করুন, ও ঈশ্বর আপনাকে বাঞ্ছিত স্থানে শান্তিতে লইয়া যাউন। কিন্তু দাঁড়ান, শুনুন, আমি আপনাকে কিছুই প্রত্যর্পণ করিতে পারি না, কেবল একটি কথা বলিয়া দিই— কোথায় রাজাকে দেখিতে পাইবেন। আমাদিগের ভবিষ্যদ্বাদীরা বলিয়াছেন যে রাজা যেরুশালেমে নহে, কিন্তু ইহুদার বৈথলেহেম গ্রামে জন্মিবেন। আপনি রুগ্ন জনের প্রতি দয়া করিলেন বলিয়া, প্রভু যেন আপনাকে তথায় নিরাপদে লইয়া যান।”

তখন মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। বাস্‌দা অল্প বিশ্রামলাভ করিয়াছিল বলিয়া, দ্রুতবেগে, নিঃশব্দে মাঠ লঙ্ঘন ও জল-প্রণালী

সমূহ সন্তরণ করিয়া, তাহার অবশিষ্ট শক্তি সংযোগপূর্ব্বক আরব দেশীয় হরিণের ন্যায় দ্রুত ধাবমান হইল। কিন্তু সে যাত্রার শেষ সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে, সূর্য্যের রশ্মি ঈষৎ বিকশিত হইল। আর্ত্তবান ব্যাকুলভাবে, নীমরূদের স্তূপ ও সপ্ততল মন্দিরের উপর, দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বন্ধুদিগের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই-লেন না।

সেই সময়ে বহুকালীন ভূকম্পন ও পুনঃ পুনঃ মনুষ্যদ্বারা ভগ্ন, বিবিধ বর্ণরঞ্জিত গৃহ-চ্ছাদগুলি, প্রভাতের আলোকে, ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আর্ত্তবান দ্রুতবেগে সেই-স্থানের গিরি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করতঃ, সর্ব্বোচ্চ প্রস্তরের উপরে উঠিয়া পশ্চিমদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে-দিকে আকাশপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জলা-ভূমি দেখা যাইতেছিল। তাহার পরে মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছিল। তথায় স্রোতহীন জলাশয়

পার্শ্বে পক্ষিকুল দণ্ডায়মান ছিল, এবং শৃগালগণ ঝোপের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমনাগমন করিতে-ছিল। কিন্তু দূরে কি নিকটে, পণ্ডিত যাত্রীদিগের কোন চিহ্নই অবলোকিত হইতে ছিল না। আর্ত্তবান সেই শিলা-মঞ্চের সীমান্তে, একটি ইষ্টক স্তূপের নিম্নে, এক খণ্ড চর্ম্মলিপি দেখিতে-পাইয়া, তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন—"আমরা রাত্রির দুই প্রহরের পরেও অপেক্ষা করিলাম, আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমরা রাজান্বেষণে যাত্রা করিতেছি। আপনি মরুভূমির উপর দিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করুন।"

আর্ত্তবান হতাশ হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চিন্তায় আকুল হইয়া হস্তদ্বারা কপাল আবৃত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমি কিরূপে এই দুস্তর মরু উত্তীর্ণ হইব? আমার কাছে কোন খাদ্য দ্রব্য নাই, আর অশ্বও অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে

বাবিলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি তথায় নীলকান্ত মণিটি বিক্রয় করিয়া, যাত্রার উপযোগী কয়েকটা উষ্ট্র ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিব। হয় ত আমি বন্ধুগণের নিকটে কখনই পৌঁছিতে পারিব না। করুণা করিবার জন্য আমার বিলম্ব হইয়াছে। হায়! আমি রাজদর্শন পাইব কি না, কেবল সেই দয়ালু ঈশ্বরই জানেন।"

একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য।

একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য।

যে স্বপ্নের মন্দিরে বসিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীর উপাখ্যানটি শ্রবণ করিতে ছিলাম, তথায় কিছু ক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়াছিল। এবং আমি সেই সময়ে, অস্পষ্ট রূপে, বিশাল: মরু ভূমির উপরে, উষ্ট্রপৃষ্ঠে আসীন, তদাকৃতি দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি তথায়, তরঙ্গোপরে অর্ণব-পোতের ন্যায়, দুলিতে দুলিতে, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন।

তাঁহার চতুর্দ্দিকে করাল মৃত্যুর জাল বিস্তারিত ছিল। পাষাণময় মরুতে কণ্টকতৃণ ব্যতীত, অন্য কোন ফলবৃক্ষ ছিল না। স্থানে স্থানে ভূমি হইতে উৎক্রান্ত শিলাস্তর সকল, পূর্ব্বকালীন অদ্ভূত জন্তুর কঙ্কালবৎ, শায়িত ছিল। তাঁহার

একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য।

সম্মুখে, দগ্ধ বিরূপাকৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্রে, শুষ্ক প্রস্রবণ সকল, প্রকৃতির মুখমণ্ডলে ভীষণ ক্ষত-চিহ্নের ন্যায় দেখাইতেছিল। অস্থায়ী বালুকার চলৎ স্তূপগুলি, উচ্চ কবরশ্রেণীর ন্যায়, আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। দিবসে সে মরুভূমির বায়ু এতাদৃশ ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইত যে, শুষ্ক ঝোপের মধ্যে এক জাতীয় ইন্দুর, এবং বিদীর্ণ শিলাখণ্ডের মধ্যে এক প্রকার টিকটিকী ব্যতীত, তথায় কোন প্রাণী দৃষ্ট হইত না। রাত্রি-কালে তথায় শৃগালের চিৎকার, এবং দূরে তমা-বৃত গিরিশঙ্কটে, সিংহনাদের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইত। দিবসের জ্বরোত্তাপ অপগত হইলে, নিশিতে সেই মরুভূমিতে অসহ্য ভীষণ শীতের কম্প উপস্থিত হইত। এই প্রকার উত্তাপ ও শীতের মধ্য দিয়া জ্যোতিষী অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তৎপরে আমি দামাস্ক নগরের পুষ্প-প্রফুল্ল পুলিনা অবনা, ও পর্প্পর নদীর স্রোত-সিক্ত, গন্ধ-

একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য।

রসাল গুল্ম ও গোলাপ-শোভিত কয়েকটি উদ্যান ও বৃক্ষ-বাটিকা দর্শন করিলাম। এবং আমি তুষার-মণ্ডিত হরমন গিরিশ্রেণী, তমাবৃত দেবদারু-কানন, যর্দ্দন তীরস্থ উপত্যকা, গালীলের নীল সরোবর, এস্‌দ্রালনের উর্ব্বরা প্রদেশ, ইফ্রাইমের শৈলপুঞ্জ, এবং ইহুদাপ্রদেশের উচ্চ ভূমিও দেখিলাম। আমি ঐ সকল দৃশ্যের মধ্য দিয়া আর্ত্তবানের অনুসরণ করিলাম, যতক্ষণ না তিনি বৈথলেহেম গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীত্রয়ের বৈথলেহেমে পৌছিয়া, মরিয়ম ও ইস্থফের সহ, যীশুকে দেখিয়া, তাঁহার চরণে, স্থবর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস উৎসর্গ করিবার পর, তৃতীয় দিবসে, আর্ত্তবান সেই গ্রামে পৌছিয়াছিলেন।

যদিচ তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি স্বীয় লোহিতক ও মুক্তাটি রাজাকে উপহার দিবার আশায়, অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "যদিচ

আমি একাকী, ও আমার ভ্রাতৃ-গণের অপেক্ষা বিলম্বে পৌঁছিব, তত্রাচ আমি তাঁহার নিশ্চয় দর্শন পাইব। এই সেই স্থান, যাহা সেই বিদেশী ইহুদী আমাকে বলিয়াছিল, যাহা ভবিষ্যদ্বক্তারা বর্ণনা করিয়া ছিলেন। আমি এই স্থানে সেই মহা আলোকের উদয় দেখিতে পাইব! কিন্তু, মদ্ভাতৃগণ, নক্ষত্রদ্বারা পরিচালিত হইয়া, কোন্ গৃহে, বা কাহাকে উপহার দিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমাকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক জানিতে হইবে।"

আর্ত্তবান সে গ্রামের পথ জনশূন্য দেখিয়া ভাবিতে ছিলেন যে, তত্রস্থ সকলে, মেষপাল পুনরানয়ন করণার্থ, শৈল গোচারণে গমন করিয়া থাকিবে। এমন সময়ে, তিনি একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অনুচ্চ গৃহের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কোন নারীকণ্ঠের গীত শ্রবণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটি যুবতী তাহার শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করি-

তেছে। তিনি সে যুবতীর মুখে শুনিলেন যে, তিন দিন পূর্ব্বে, অতি পূর্ব্ব দেশ হইতে, গ্রামে কয়েক জন অপরিচিত লোক আসিয়াছিলেন, ও তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, একটি নক্ষত্র তাঁহা-দিগকে নাসরথীয় ইস্থফ ও তদীয় নব প্রসূতা স্ত্রী যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তথায় লইয়া গিয়াছিল। এবং তাঁহারা নবজাত শিশুটিকে ভক্তি সহকারে অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়া-ছিলেন। সে নারী বলিতে লাগিল, "কিন্তু সে যাত্রীরা যেরূপ অকস্মাৎ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইরূপই অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের হটাৎ অনপেক্ষিত আগমনে অতি-শয় ভীত হইয়াছিলাম। আমরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আর ঐ রাত্রিতেই সেই নাসরথীয় লোকটি, সেই শিশুটি ও তাঁহার প্রসবিত্রীকে লইয়া, গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া-ছেন। গুপ্ত জনশ্রুতি যে, তাঁহারা মিসর দেশে যাইবেন। আর সেই অবধি গ্রামটা যেন মন্ত্র-বদ্ধ

রহিয়াছে, উপরে অমঙ্গল ঝুলিতেছে। শুনিতে পাই যে, রোমীয় সেনা, আমাদিগের নিকট হইতে, বলপূর্ব্বক কোন নূতন কর গ্রহনার্থ যেরুশালেম হইতে আসিতেছে। তাহা দিবার ভয়ে গ্রামস্থ পুরুষেরা, স্ব স্ব পশুপাল লইয়া, গিরিমধ্যে লুকাইতে গিয়াছে।”

যখন ঐ নারী সভয়ে ও বিনীতস্বরে এই কথা বলিতেছিল, ও তিনি তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন শিশুটি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক মৃদুমিষ্ট হাস্য করিতেছিল, ও তাঁহার বক্ষঃস্থ বৃত্তাকার স্বর্ণালঙ্কার ধরিবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র আরক্ত হস্তটি প্রসার করিতেছিল। তাঁহার অন্তঃকরণ উহার স্পর্শে সবলীকৃত হইল। তিনি অস্পষ্ট জ্ঞানদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, নানা আশঙ্কা ও সন্দেহপূর্ণ হৃদয়ে, একটি মেঘাচ্ছন্ন আলোকের আশায়, এতদূর একাকী পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যেন, সে তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন করিতে চাহিতেছিল! তাঁহার অন্তঃ-

করণ আবেগে সিক্ত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই শিশুটি কি সেই রাজা হইতে পারে না? অনেকে ইহা অপেক্ষা দরিদ্রতর গৃহে জন্মিয়াও রাজা হইয়াছেন। একটি কুটীর হইতেও সেই নক্ষত্রদিগের প্রিয়তম উদিত হইতে পারেন। কিন্তু আমার অন্বেষণের পুরস্কার এত শীঘ্র ও সহজে প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে মঙ্গল জনক নহে, ইহা ঈশ্বর নিজ প্রজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমি যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি, তিনি আমার অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন, এবং এক্ষণে আমাকে তাঁহার সন্ধানে মিসরে যাইতে হইবে।"

নব-জননী শিশুকে দোলনায় শায়িত করিয়া, তদ্‌গৃহে দৈব ঘটনাবশতঃ আগত সেই বিচিত্র অতিথির সেবা করিবার জন্য উঠিল। সে তাঁহার সম্মুখে যে খাদ্য সামগ্রী স্থাপন করিল, তাহা কৃষকদিগেরই উপযুক্ত। কিন্তু উহা যত্ন সহকারে প্রদত্ত বলিয়া, কায় ও মন উভয়েরই তৃপ্তি-প্রদ হইয়াছিল। আর্ত্তবান উহা কৃতজ্ঞ

ভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি আহার করিতে করিতে শিশুটি সুখনিদ্রাগত হইল, এবং স্বপ্ন দেখিয়া ঈষদ্ মিষ্ট হাস্য করিল। সেই কক্ষায় মহাশান্তি বিরাজ করিল। *

কিন্তু অকস্মাৎ গ্রামের পথে এক মহা কোলাহলের শব্দ উঠিল। স্ত্রীলোকের রোদন, কংস তুরীর ধ্বনি, অসি ঘর্ষণের শব্দ, এবং "হিরোদের সেনা আমাদিগের শিশু বধ করিতেছে," এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। যুবতী জননীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল। সে তাহার সন্তানকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক, পাছে সে জাগিয়া উঠিয়া ক্রন্দন করে, তাহাকে নিজ বস্ত্রে আবৃত করিয়া, কক্ষার অন্ধকারতম কোণে গুপ্তভাবে লুকাইতে গেল। কিন্তু আর্ত্তবান তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বিশাল স্কন্ধদ্বয়ের দ্বারা প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হইল, এবং তাঁহার শিরস্ত্রাণের চূড়া প্রায় দ্বারের উপরাংশ স্পর্শ করিল।

একটি ক্ষুদ্র শিশুর জন্য।

সৈন্যগণ রক্তাক্ত হস্তে, শোণিত বিন্দুবর্ষক অসি ধারণ পূর্ব্বক, তথায় দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই শ্রদ্ধা ও মান্যো-দ্দীপক বাস-পরিহিত বিদেশীকে দেখিয়া, তাহারা তথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, তাহা-দিগের সেনাপতি স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর্ত্তযান নড়িলেন না। তখন তাঁহার শান্ত মুখ দর্শনে বোধ হইতেছিল যেন, তিনি তখনও তারকা পরিলক্ষ করিতেছিলেন। এবং তাঁহার নেত্রদ্বয়ে এমন একটি স্থির দৃষ্টি প্রজ্বলিত-ছিল যে, তাহা দেখিলে অর্দ্ধ বশীভূত শিকারী শার্দ্দূল, এবং শিকারার্থ লম্ফোদ্যত রক্ত-পিপাসু কুকুরও আতঙ্কিত ও নিবৃত্ত হইত।

এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সেনাপতিকে হস্ত দ্বারা শান্তভাবে ধরিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে মৃদুভাবে বলিলেন, "আমি এ স্থানে একাকী, যে সুবিবেচক সেনাপতি আমাকে শান্তিতে রাখিয়া

চলিয়া যাইবেন, আমি তাঁহাকে এই রত্নটি দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।”

এই বলিয়া তিনি নিজ কর-তালুস্থ. সমুজ্জ্বল, প্রকাণ্ড রক্ত-বিন্দুবৎ, সেই লোহিতকটি তাঁহাকে দেখাইলেন।

সেই রত্নটির কান্তি দেখিয়া সেনাপতি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্পৃহায় উৎফুল্ল হইল, এবং লোভের চিহ্ন মুখে দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি হস্ত প্রসার করতঃ রত্নটি গ্রহণ করিলেন, ও তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন—“তোমরা অগ্রে যাও, এখানে কোন শিশু নাই, এবাটী নিঃশব্দ।”

মৃগবান মনুষ্যেরা যদ্রূপ কোন লুক্কায়িত কম্পবান হরিণের প্রচ্ছন্ন আশ্রয় ছাড়িয়া যায়, তদ্রূপ, সেই সৈনিকগণ, অস্ত্র ঝন্ ঝনা শব্দ সহকারে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আৰ্ত্তবান বাটীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ

পূর্ব্বক, পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া এরূপ প্রার্থনা করিলেন—"হে সত্যের ঈশ্বর! আমার পাপ ক্ষমা করুন। আমি এই শিশুটির প্রাণ রক্ষা করণার্থ, যাহা নহে, তাহা বলিয়াছি। আমার দুইটি রত্নই গিয়াছে। আমি যাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিব সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা মানবের জন্য ব্যয় করিয়াছি। আমি কি কখনও সেই রাজার দর্শন লাভ করিবার যোগ্য হইব?" এমন সময়ে, তাঁহার পশ্চাদ্দেশ হইতে, আনন্দাশ্রু-মতী জননী মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমার সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, প্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষা করুন! প্রভু আপনার প্রতি তাঁহার উজ্জ্বল মুখ-জ্যোতি প্রদীপ্ত করুন, ও তিনি আপনার প্রতি প্রসন্ন হউন! প্রভু আপনার প্রতি মুখ তুলিয়া দৃষ্টি পাত করুন, এবং আপনাকে শান্তি দিউন।"

দুঃখের গুপ্ত পথে ।

দুঃখের গুপ্ত পথে।

স্বপ্নের মন্দিরে পুনর্ব্বার একটি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গম্ভীর ও রহস্যময় স্তব্ধতা প্রতীয়মান হইয়াছিল। এবং আমার বোধ হইল, সে সময়ে আর্ত্তবানের বয়ঃ, কুহেলিকার ভিতর দিয়া, দ্রুত পদবিক্ষেপে যাইতেছিল। কিন্তু তমশ্ছায়ার মধ্য দিয়া, তাঁহার জীবন-স্রোতঃ, সমুজ্জ্বল গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়াই, আমি স্থানে স্থানে তাহার ঈষদ্দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

আমি দেখিলাম, তিনি, জনাকীর্ণ মিসর দেশে নানাস্থানে, বৈথলেহেম হইতে আগত সেই পরিবারের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই-রূপে তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া, হিলিওপোলিসের বটবৃক্ষতলে, এবং নীল নদীতীরস্থ নব বাবি

লের রোমীয় দুর্গপার্শ্বে, কোন কোন স্থানে, অনুমান করিয়াছিলেন যে, হয়ত তাহাদিগের নিদর্শন পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা, এত অবজ্ঞেয় ও দুর্বিশ্বাস্য, যে প্রত্যেক বারেই, যেমন নদী-সৈকতে পদ-চিহ্ন, ক্ষণেক মাত্র সজল ও চিক্কণ থাকিয়া, পরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা সেইরূপ হইয়াছিল। তৎপরে সেই বিশাল চতুরশ্র রাজ-সমাধি স্তূপ, যাহার অভ্রভেদী চূড়া গোধূলির গাঢ় কুঙ্কুমবর্ণের রশ্মিতে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, ও যাহা মনুষ্যের নশ্বর গৌরব, ও তাহার অবিনশ্য আশার অপরিবর্ত্তনীয় নিদর্শন স্বরূপ হইয়াছিল, তাহার তলে আমি তাঁহাকে অবলোকন করিলাম। আর্ত্তবান উর্দ্ধাসীন স্ফীংক্সের মূর্ত্তির বৃহৎ মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন, উহার নিশ্চল চক্ষু ও সস্মিত মুখের অর্থ কি? তিগ্রেনেসের কথামত, তাঁহার সকল চেষ্টা ও আশা যে বিফল হইবে, তাহাই কি উহা পরিহাস করিতেছে? যে সমস্যার সিদ্ধান্ত নাই, এবং

যে অনুসন্ধান সফল হইতে পারে না, ইহাই কি তাহার কঠোর পরিহাস-সূচক প্রতিমূর্ত্তি? অথবা ঐ রহস্যময় হাস্যে কি, সহানুভূতি ও উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতেছে—এমন আশা, যাহাতে পরাভূত ব্যক্তি বিজয়ী, হতাশ পুরস্কার লব্ধ, মূর্খ জ্ঞান-প্রাপ্ত, অন্ধ দৃষ্টিবান, এবং বিভ্রান্ত লক্ষ্য উপাগত হইবে?

অবশেষে আমি তাঁহাকে সেকেন্দ্রিয়ার কোন এক সামান্য গৃহে, একটি ইহুদী শাস্ত্র-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিলাম। তিনি তাঁহার চর্ম্মের শাস্ত্র গ্রন্থের উপরে আনত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ইহুদীদিগের ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিতেছিলেন, যেখানে সেই লোক-ঘৃণিত ও অগ্রাহীকৃত, শোকাহত, ও সন্তাপ-বিদ্ধ মনুষ্য, যিনি ঈশ্বর-দ্বারা, রাজারূপে অভিষিক্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার আগমনের কথা করুণ রসে লিখিত ছিল।

তিনি আর্ত্তবানের প্রতি স্থির দৃষ্টিপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, মনে রাখিও, তুমি যে রাজার অনুসন্ধান করিতেছ, তাঁহাকে, কোন রাজ-প্রাসাদে, কিম্বা ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী লোকের মধ্যে দেখিতে পাইবে না। যদি ইস্রায়েল কুল-গৌরব ও জগদালোকের উদয় কোন পার্থিব ঐশ্ব-র্য্যের মধ্য হইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার আগমন বহু কাল পূর্ব্বে হইত। কারণ মিসররাজ-ভবনে, ইসুফের যেরূপ পদ গৌরব, এবং য়েরুশা-লেমের সিংহাসনে সুলেমানের যেরূপ মহৈশ্বর্য্য হইয়াছিল, তদ্রূপ ইব্রাহিম বংশে, আর কাহার কখনও হইবে না। কিন্তু লোকে যে আলোকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা এক অভিনব আলোক। তাহার উদয় কষ্ট-ভোগ ও সহিষ্ণুতার গৌরব হইতে উত্থিত হইবে। এবং যে রাজ্য স্থাপিত হইবে, তাহা অনন্ত ও নূতন প্রকার—বিশুদ্ধ ও বিজয়ী প্রেমের রাজ-পদ। পৃথিবীর অশান্ত রাজারা ও লোকে তাঁহার আধিপত্য

কিরূপে স্বীকার করিবে, ইহা কিরূপেইবা ঘটিবে, আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমি বলিতে পারি যে, যে কেহ সেই রাজার অন্বেষণ করিবে, তাহাকে দীন, দুঃখী ও নিগৃহীত লোকের মধ্যে করিতে হইবে।"

আমি দেখিলাম, আর্ত্তবান এইরূপে, বৈথলেহেম হইতে আগত, সেই ইহুদী পরিবার, কোথায় আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করণার্থ প্রবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে, পুনঃ পুনঃ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি নানাদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ বশতঃ, লোকে খাদ্যের জন্য হাহাকার করিতেছে। কোথাও বা মহামারী হওয়ায়, রুগ্ন লোকে ভীষণ দুঃখ ও কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়াছে। তিনি তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় কারারুদ্ধ নিগৃহীত ও পীড়িত বন্দীদিগের নিকট, এবং নিষ্ঠুরতা-পূর্ণ দাস বিক্রয়ের হট্টে, এবং পোতে কষ্ট-

ভোগী বন্দীদিগের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। যদিচ তিনি এই জনাকীর্ণ, কুটিল ও দুঃখময় জগতের মধ্যে, পূজা করিবার যোগ্য কোন ব্যক্তির দর্শন পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি তথায় অনেক করুণার পাত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য, উলঙ্গকে বস্ত্র প্রদান করিলেন। পীড়িতকে শুশ্রূষা, এবং বন্দীকে সান্ত্বনা দান করিলেন। এইরূপে তাঁহার বয়ঃ, যাদৃশ তন্ত্রবায়ের তুরী, বায় দণ্ডের মধ্যে, ইতঃস্তত ধাবিত হওয়াতে, বস্ত্র বয়ন, ও তৎসঙ্গে অদৃশ্য নক্সা প্রস্তুত হয়, তদপেক্ষা দ্রুততর বেগে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে বোধ হইতেছিল যেন, তিনি সেই নিজ উদ্দেশ্যটি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এক দিন সূর্য্যোদয়ে দেখিলাম যে, তিনি একাকী কোন রোমীয় কারাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং তাঁহার বক্ষের নিভৃত স্থান হইতে, তাঁহার অবশিষ্ট রত্ন মুক্তাটি বাহির করিয়া দেখিতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে, সহসা উহা

হইতে এক স্নিগ্ধতর কান্তি ও ইন্দ্র-ধনুর চঞ্চল নীল ও লোহিত বর্ণ উদ্গত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, উহা তাঁহার নীলকান্ত মণি ও লোহিতক রত্নদ্বয়ের প্রভা শোষণ করিয়াছে। এইরূপ, মহাজনের জীবনের গূঢ় ও পরম উদ্দেশ্য, অতীত সুখ দুঃখের স্মৃতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর যে যে ঘটনা সেই উদ্দেশ্যের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা করে, সেই সকলই যেন, কোন নিগূঢ় মন্ত্র-দ্বারা উহার গঠনে মিশ্রীকৃত হয়। এবং যতই উহাকে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের সন্নিকটে ধারণ করা যায়, ততই, উহা আরও প্রখর-জ্যোতিঃ ও মূল্যবান হয়।

এইরূপে, অবশেষে যখন আমি ঐ মুক্তাটির বিষয় ভাবিতে ছিলাম, তখন আমি সেই অন্যতম জ্যোতিষীর উপাখ্যানের শেষ অংশটি শ্রবণ করিলাম।

একটি মহামূল্য মুক্তা।

একটি মহামূল্য মুক্তা।

এই প্রকারে আর্ত্তবানের জীবনের তেত্রিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি আলোকের অন্বেষণে যাত্রীরূপে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার যে কেশ এক সময়ে জাগরোগ পর্ব্বতের ভৃগুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে শীতকালের তদাবরক তুষারের সদৃশ হইয়াছিল। এবং তাঁহার যে চক্ষুঃযুগল পূর্ব্বে অগ্নিশিখাবৎ প্রজ্বল ছিল, তাহা এক্ষণে নিবৃত অঙ্গারের তুল্য নিষ্প্রভ হইয়াছিল।

জীর্ণ ক্লান্ত এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেও, তথাপি তিনি রাজদর্শনাভীপ্সু হইয়া, শেষ বারের জন্য, একবার যেরুশালেমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে অনেকবার সেই

পবিত্র নগরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার সকল সঙ্কীর্ণ পথে, জনশঙ্কুল কুটীরে, এবং অন্ধকারাবৃত কারাগারে, যে নাসরথীয় পরিবার বহুকাল পূর্ব্বে বৈথলেহেম গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে অনেক অন্বেষণ করিয়াও, সফল হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তাঁহাকে আর এক বার তথায় যাইয়া অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে যেন কিছু চুপি চুপি বলিতেছিল যে, অবশেষে এইবার তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে।

তখন নিস্তার পর্ব্বের সময় বলিয়া, বিদেশীয় লোকের সমাগমে নগর পূর্ণ হইয়াছিল। আর সেই মহোৎসব দেখিবার জন্য, ছিন্ন ভিন্ন ইস্রায়েল জাতীয় লোক, পৃথিবীর নানা দূরদেশ হইতে, য়েরুশালেমের মন্দিরে আগমন করিয়াছিল। এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই নগরের পথগুলি নানা জাতীয় ভাষার কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু ঐ দিবসে লোকের মধ্যে একটা বিশেষ

উদ্বেগ দৃষ্ট হইয়াছিল। আকাশ অন্ধকারাবৃত হইয়া অমঙ্গল সূচনা করিতেছিল। এবং অরণ্য মধ্যে, ঝটিকাগমের পূর্ব্বে, যেরূপ একটা কম্পন অনুভূত হয়, সেইরূপ, জনতার মধ্যে একটা উৎ-কণ্ঠার ভাব প্রতীয়মান হইতেছিল। যেন কোন গুপ্ত প্রবাহ একদিকে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। দামাস্ক দ্বারাভিমুখ প্রস্তর-পথে অবিশ্রান্ত বহুসহস্র পাদুকার শব্দ ও পদধ্বনি উত্থিত হইতেছিল।

পার্থিয়া দেশ হইতে এক দল ইহুদী, পর্ব্ব-পালনোপলক্ষে, তথায় আসিয়াছিল। এবং লোকে কেন ওরূপে উত্তেজিত হইয়াছিল ও কোথায় বা যাইতেছিল, আর্ত্তবান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে, গল্‌গথা নামক স্থানে যাইতেছি, সেখানে এক জনকে বধ করা হইবে, আপনি কি সে ঘটনার কিছুই জানেন না? দুই জন বিখ্যাত দস্যুকে এবং তৎসঙ্গে যীশু

অভিহিত, এক জন নাসরথীয়কে, ক্রুশে দেওয়া হইবে। তিনি লোকের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসে। কিন্তু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন বলিয়া, পুরোহিত ও কুলপতিরা তাঁহাকে বধ করিতে স্থির করিয়াছে, এবং তিনি আপনাকে ইহুদীকুলের রাজা বলিতেন বলিয়া, পিলাত তাঁহাকে ক্রুশে দিতে পাঠাইয়াছে।”

এই পূর্ব্ব স্মৃতির পুনরুদ্দীপক কথায় আর্ত্তবানের ক্লান্ত হৃদয় বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহার জীবন উহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া জল স্থল পর্য্যটন করিয়াছে। একান্ত নিরাশাবহ সংবাদের ন্যায়, ঐ কথা তাঁহাকে যুগপৎ শোক ও বিস্ময়-বিহ্বল করিল। হায়! রাজা আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিরাকৃত ও অগ্রাহ্যীকৃত হইলেন, এবং তাঁহাকে এক্ষণে বধ করা যাইবে! যিনি তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈথলেহেমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার আবির্ভাবে সেই নক্ষত্রটি

উদিত হইয়াছিল, যাঁহার আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাদীরা বলিতেন, ইনিই কি সেই ?

বার্দ্ধক্য-সুলভ উৎকণ্ঠায় আর্ত্তবানের চিত্ত সন্দেহ ও ভয়ে আকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী মানুষের চিন্তা অপেক্ষা বিস্ময়-জনক। হয়ত, আমি সেই রাজাকে অবশেষে তাঁহার শত্রুদিগের হস্তে দেখিতে পাইব, এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে, মুক্তির জন্য, আমার মুক্তাটি প্রদান করিতে পাইব।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বৃদ্ধ জন-স্রোতের অনুসরণ করিয়া, কষ্ট সহকারে ধীরে ধীরে দামাস্কদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রহরীর গৃহ হইতে কিয়দ্দূরে এক দল মাকিদনীয় সেনা, একটি যুবতীকে পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহার কেশপাশ আলুলায়িত, ও বস্ত্র বিদারিত ছিল। যাজক পথে থামিয়া তাঁহার প্রতি করুণভাবে চাহিবা মাত্র, সেই যুবতী অকস্মাৎ উৎপীড়কদিকের হস্ত হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া, পলাইয়া আসিয়া,তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া,তাঁহার জানুদ্বয় হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিল। বন্দিনী তাঁহার মস্তকের শ্বেত উষ্ণীষ এবং বক্ষের বৃত্তাকার ভূষণ লক্ষ করিয়াছিলেন।

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন! পবিত্রতার ঈশ্বরের জন্য আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমিও পারসিক যাজকদিগের সত্যধর্ম্মানুবর্ত্তিনী। আমার পিতা পার্থিয়ার বণিক ছিলেন, তিনি মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঋণের জন্য আমাকে চেটীরূপে বিক্রয় করিতেছে। মরণাপেক্ষা ভয়াবহ বিপদ হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

আর্ত্তবান কাঁপিতে লাগিলেন। বহু কাল পূর্ব্বে, সেই বাবিলের খর্জ্জুর বনে, এবং বৈথলেহেম নগরের কুটীরে, তাঁহার হৃদয়ে যে, বিশ্বাসীর প্রত্যাশার সহিত, প্রেমের আবেগের বিবাদ বাধিয়াছিল, এক্ষণে আবার তাহাই উত্থিত হইল। দুই বার দেবপূজার উদ্দেশ্যে তাঁহার

একটি মহামূল্য মুক্তা।

সভক্তি-রক্ষিত দুইটি উপহার মানবের সেবার্থ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে। তাঁহার এই তৃতীয় ও শেষ পরীক্ষা উপস্থিত। এই বারের সিদ্ধান্ত চির-কালের জন্য, তাঁহার অদৃষ্ট অবধারিত করিবে। এই ঘটনাটি তাঁহার পক্ষে পুণ্যানুষ্ঠানের সুযোগ, অথবা প্রলোভনময় পরীক্ষা, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অব্যব-স্থিত মনে, ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়া-ছিলেন—যে ইহা অনিবার্য্য। অনিবার্য্য কি ঈশ্বর হইতে আইসে না? আর একটি বিষয়, তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবধারিত ছিল যে, সেই বিপন্ন অবলাটিকে উদ্ধার করায়, একটি প্রকৃত প্রেমের কার্য্য হইবে, এবং প্রেমই কি আত্মার আলোক নহে? তিনি বক্ষঃ হইতে মুক্তাটি বাহির করিলেন। ইহার পূর্ব্বে উহা কখন ততোধিক উজ্জ্বল, এবং মধুর ও সজীব প্রভা-বিশিষ্ট দেখায় নাই। তিনি তাহা বন্দি-নীর হস্তে দিলেন।

একটী মহামূল্য মুক্তা।

"বৎসে,-এই তোমার মুক্তির মূল্য গ্রহণ কর। আমি রাজাকে দিবার জন্য যে রত্নগুলি রাখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এইটি মাত্র অবশিষ্ট।"

তিনি যখন ঐ কথা বলিতেছিলেন, আকাশের অন্ধকার আরও ঘোরতর হইয়াছিল। কাহার হৃদয় কোন মহাদুঃখে আকুলিত হইলে, তাহার বক্ষ যেরূপ স্ফীত হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর ভিতরে, একটা কম্প প্রবাহিত হইয়া, উহাকে ভয়ানক আলোড়িত করিল। বাটীর প্রাচীর সকল দুলিতে লাগিল, এবং প্রস্তর-খণ্ড সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পথে নিপতিত হইতে লাগিল। ধূলায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। সৈন্য-গণ আতঙ্কে মদবিহ্বলের ন্যায় টলিতে টলিতে পলায়ন করিল। আর্ত্তবান এবং সেই যুবতী, যাহার মুক্তি তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, অসহায় হইয়া তত্রস্থ বিচারালয়ের প্রাচীর পার্শ্বে টলিতে টলিতে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভীত হইবার কি কোন কারণ

ছিল? তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার কি কোন আবশ্যক ছিল? তিনি: রাজোপহারের জন্য তাঁহার অবশিষ্ট বস্তুটিও দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজদর্শন পাইবার শেষ আশাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সকল অন্বেষণ শেষ হইয়াছিল, এবং তাহা সফল হয় নাই। কিন্তু তিনি ইহা মনে স্বীকার করিয়া শিরো-ধার্য্য করিলেও, তথাপি তাঁহার অন্তরে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ইহা তাঁহার ঈশ্বরের বিধানে সম্মতি-স্বীকার, কিম্বা তাঁহায় বশ্যতা নহে। তাঁহার মনোভাব ইহা অপেক্ষা আরও গভীর ও সূক্ষ্মতত্ত্ব-বিশিষ্ট ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সকলই সমীচীন ছিল। যে হেতু, তাঁহার যতদূর সাধ্য, তিনি প্রতিদিন তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যে আলোক প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার বিশ্বস্ত অনুগামী হইয়া-ছিলেন। তিনি আরও উজ্জ্বলতর আলোকের আশা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদিও তাহা

লাভ করিতে পারেন নাই, এবং বৈফল্যই তাঁহার জীবনের এক মাত্র পরিণাম হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়াই ঘটিয়াছিল। যদিচ তিনি সেই "চিরস্থায়ী অক্ষয় অনশ্বর জীবনের বিকাশ" দেখিতে পান নাই, তথাপি, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি আর একবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও, উহা ব্যতীত অন্য প্রকার ঘটিতে পারিত না।

ধরাতল আর একবার ভূকম্পে ভীষণ কাঁপিয়া উঠিল। বিচারালয়ের ছাদের এক খণ্ড স্থূল প্রস্তর স্খলিত হইয়া, বৃদ্ধ ব্যক্তির কপালের উপরে পতিত হইল। তিনি স্পন্দন-বিহীন হইয়া, তাঁহার পলিত মুণ্ডসহ, যুবতীর স্কন্ধোপরে নিপতিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্ষত হইতে রক্ত নিস্থত হইতে লাগিল। এবং তিনি মৃত হইয়াছেন আশঙ্কা করিয়া, যুবতী যেমন তাঁহার উপরে আনত হইলেন, তিনি, অর্দ্ধান্ধকার ও

একটী মহামূল্য মুক্তা।

আলোকের ভিতর দিয়া, একটি দূরস্থ সঙ্গীতের ন্যায়, অতি ধীর ও মৃদু ধ্বনি, কিন্তু অস্পষ্ট স্বর শুনিতে পাইলেন। যুবতী নিকটস্থ উচ্চ গৃহ-বাতায়ন হইতে কেহ কহিতেছে, অনুমান করিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

তখন যেন সেই ধ্বনির প্রত্যুত্তরে, বৃদ্ধ ব্যক্তির ওষ্ঠাধর নড়িতে লাগিল। এবং যুবতী পার্থীয় ভাষায় এই কথাগুলি তাঁহাকে বলিতে শ্রবণ করিলেন—

"না প্রভো, আমি কখন আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়াছি এবং খাদ্য দিয়াছি? কিম্বা তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া পানীয় দিয়াছি? আমি কখন আপ-নাকে অপরিচিত জানিয়া আশ্রয় দিয়াছি, কিম্বা উলঙ্গ বলিয়া বস্ত্র দিয়াছি? আমি কখন আপ-নাকে রোগগ্রস্থ, কিম্বা কারারুদ্ধ দেখিতে পাইয়া আপনার সেবা করিয়াছি? তেত্রিশ বৎসর কাল আমি আপনার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু

আপনার শ্রীমুখ দর্শন করিতে পাই নাই, হে আমার রাজন্!”

তিনি নীরব হইলেন। মধুর স্বর পুনর্ব্বার শ্রুত হইল। এবং পুনর্ব্বার সেই কুমারী তাহা অতিদূরে মৃদুরূপে শুনিতে পাইলেন। কিন্তু এবার তিনি সে কথাগুলি যেন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

“আমি সত্য তোমাকে বলিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণের ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে, একজনেরও প্রতি, তুমি যাহা করিয়াছিলে, তাহা তুমি আমারই প্রতি করিয়াছিলে।”

উষার প্রথম কিরণে তুষার-মণ্ডিত গিরি-শিখর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ, বিস্ময় ও আনন্দের সৌম্য জ্যোতিতে, আর্ত্তবানের বিবর্ণ বদন মধুর দীপ্তি-বিশিষ্ট হইল। তাঁহার ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে একটি শান্তি-সূচক শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধীরে বহির্গত হইয়া গেল।

একটী মহামূল্য মুক্তা।

তাঁহার যাত্রার শেষ হইয়াছিল। তাঁহার রত্নোপহার গ্রাহ্য হইয়াছিল। সেই অন্যতম জ্যোতিষী রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সমাপ্তি।